বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অর্জনসমূহঃ

১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধরিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৮ এর অনুষ্ঠানে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম'কে হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন।

চিত্র: গত ০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে ২০২৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ১ম স্থান অর্জন করায়বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

২। শুদ্ধাচার কৌশলঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে ই-গভর্নেন্স, আর্থিক শৃঙ্খলা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আইন, বিধি পরিপত্র প্রণয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগে সকল ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ

চিত্র: গত ০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

মফিজুল ইসলাম ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননা গ্রহণ করেন। এ অর্জনের মূল দাবীদার – আইএমইডির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাঁদের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠার কারণে এ অনন্য সম্মাননা অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। পরিশেষে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের মেধা, দক্ষতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আগামীতেও সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

৩। নান্দনিক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ:

কর্মক্ষমতা এবং কর্মপরিবেশের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কর্ম পরিবেশ যত সুন্দর ও নান্দনিক হবে কর্মীর কর্মস্পৃহা এবং কর্মক্ষমতা তত উন্নততর হবে। এ চিন্তাকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে প্রত্যেক কর্মচারীর

অফিস কক্ষ, আঙ্গিনাসহ সামগ্রিক কর্মপরিবেশ উন্নততর করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কর্মস্থলে সবুজের আধিক্য সৃষ্টি, অধিকতর সূর্যালোকের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ ইতোমধ্যে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে কর্মচারীকে উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে অন্যদিকে সকল কর্মচারীর কর্মউদ্দীপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আধুনিকীকরণ:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মান উন্নত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'পরিবীক্ষণ ছক' চূড়ান্ত করেছে। নতুন ছকটি একদিকে সংক্ষিপ্ত অন্যদিকে তথ্যবহুল হওয়ায় যে কোন কর্ম চারী এ ছক সংবলিত প্রতিবেদন সহজে অনুধাবন করতে পারবে এবং প্রতিবেদনটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সক্ষম

হবে। এ পরিবীক্ষণ ছকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে ছকে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে পুরো প্রকল্পের একটি ধারণা পাওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

৫। শতভাগ পরিবীক্ষণ লক্ষমাত্রাঅর্জন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সকল প্রকল্পের পরিবীক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আইএমইডি এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের পরিবীক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে আইএমইডি বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। ফলে এখন থেকে কোন প্রকল্পই পরিবীক্ষণ বহির্ভুত থাকার সুযোগ নেই। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল ক র্মচারীকে মাসভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণপূর্বক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ উদ্যোগটির ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি মানসম্মতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক মনযোগী হওয়ার প্রবণতা দৃশ্যমান হয়েছে।

৬। প্রকল্প পরিবীক্ষণে ভিডিও কনফারেন্স

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অনেক স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালনায় ভিডিও

কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

প্রকল্প তদারকিতে প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে আইএমইডি

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব মহোদয় প্রতিটি জেলাকে একটি ইউনিট বিবেচনায় এনে ঐ জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৯টি জেলার সাথে ভিডিও সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, স্টেকহোল্ডারগণ জবাবদিহিতার আওতায় আসায় বাস্তবায়নের গুণগত উৎকর্ষতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। Project Management System (PMIS) প্রবর্তন

ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য Real time এ প্রাপ্তি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা প্রকল্প পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তিকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আইএমইডি এর উদ্যোগে একটি Online ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেইজ এবং সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য যেমন-মাসিক অগ্রগতি, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বছরভিত্তিক অগ্রগতি, ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে প্রাপ্ত বরাদ্দ, এডিপি অগ্রগতি, Cost over run ও Time over run ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য প্রকল্পভিত্তিক, সংস্থা, মন্ত্রণালয় কিংবা সেক্টরভিত্তিক পাওয়া সম্ভব হবে। **একই** সাথে Real time প্রকল্প পরিবীক্ষণের সুযোগও সৃষ্টি হবে। PMIS প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক বহুমাত্রিক রিপোর্ট প্রদানে সক্ষমতা তৈরী হবে এবং একটি শক্তিশালী e-project memory গঠন সম্ভব হবে।

৮। **ই-জিপি বিষয়ক Goal অর্জনের লক্ষ্যে মাইলস্টোন নির্ধারণ**

সরকারি ক্রয়ের শতভাগ ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডারিং এর লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সময়ভিত্তিক মাইলস্টোন নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-জিপি প্লাটফর্মের আওতায় সরকারি অর্থে সেবা ক্রয় (Service Procurement), আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান, Online **এ সকল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনসহ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা চালু করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মাইলস্টোন নির্ধারণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।** Central Procurement Technical Unit (CPTU) এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

৯। "কিয়স্ক" স্থাপন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে আগত সকল দর্শনার্থী, সেবা গ্রহিতা, অতিথি এবং অভ্যন্তরীন কর্মচারীগণ যাতে সহজেই স্ব-চালিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ নিতে পারেন সে লক্ষ্যে এ বিভাগের মূল কার্যালয়ের লবিতে (প্রবেশ দ্বারের সাথেই) একটি সুদৃশ্য অত্যাধুনিক কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সকলের জন্য উন্মোচনযোগ্য সব তথ্য এ কিয়স্ক থেকে যে কেউ নিজে অপারেট করে অবলোকন করতে পারবেন। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আইএমইডি আরও একধাপ এগিয়ে গেল। তাছাড়া কিয়স্কটিতে আইএমইডি'র সকল কর্মচারীদের ফ্লোর চার্ট সন্নিবেশিত থাকায় যে কেউ কাঙ্খিত কর্মচারীর কক্ষ সহজেই খুজে পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

১০। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ শুধুমাত্র নিজস্ব কর্মচারীদের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে না। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে এ বিভাগের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। গত ৭-৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০ জন কর্মচারীকে "Project Management, Monitoring and Evaluation" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মচারীদের প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১১। নিয়মিত Public Procurement Newsletter (ত্রৈমাসিক) প্রকাশ

সরকারি ক্রয় বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, বিধি-বিধান ও প্রমিত দরপত্র দলিল সংক্রান্ত আপডেট, অন্যান্য ক্রয়কারী সংস্থার ক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ, তথ্য ও সফলতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনারের সংবাদও এ নিউজলেটারে প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি এ নিউজলেটারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের সংগে যুক্ত সকলেই সরকারি ক্রয়ের বিধিবিধান ও সর্বশেষ অবস্থান বিষয়ে নিজেকে হালনাগাদ করার সুযোগ পায় এবং দেশে বিদেশে উদ্ভুত তথ্য বিনিময়ের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে নিউজলেটারটি ভূমিকা পালন করে।

Quarterly NEWSLETTER

Central Procurement Technical Unit (CPTU)

Public Procurement

VOLUME 09 ISSUE 10 April 2018 - July 2018

GOODS WORKS SERVICES

Essence of Public Procurement
- Transparency
- Accountability
- Value for Money
- Fair Competition
- Equal Treatment

National Conference on SDGs Implementation Review

Sustainable public procurement underscored

THIS ISSUE: